বাচ্চাদের নয় ঘটনা

৪

(BANGLA)

মিথ্যুক চোর

Jhoota Chor

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চিরমহান ও হে চিরমহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	(৫) মিথ্যুকের চোয়াল আলাদা করা হচ্ছিল	১৬
(১) মিথ্যুক চোর	৫		
চোরকে দুইটি সাপ নখে আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে খাবে	৭	(৬) সত্যবাদী রাখাল	১৮
		(৭) সত্য বলার কারণে প্রাণ বেঁচে গেল	২১
(২) বাঁকা লাঠি বিশিষ্ট মিথ্যুক চোর	৮		
		বাচ্চাদের মিথ্যা কথার ২৪টি উদাহরণ	২৩
(৩) মিথ্যাবাদীদের সন্তান শুয়োর হয়ে গেল	১০		
		ছোট-বড় সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল	২৮
মিথ্যুক দোযখের মধ্যে কুকুরের আকৃতিতে...	১২		
		তথ্যসূত্র	৩৮
(৪) মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারীর পরিণতি	১৪		

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মিথ্যুক চোর

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন ভাই হযরত ওসমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলেন তখন তাকে অনেক উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল আর বলতে লাগলেন:

মিথ্যুক চোর

৪

আমি আজ রাতে স্বপ্নে **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করি। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে একটি পাত্র প্রদান করলেন, যার মধ্যে পানি ছিল। আমি পেট ভর্তি করে (পানি) পান করলাম, যার শীতলতা আমি এখনো অনুভব করছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি এই মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন? উত্তর দিলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার কারণে। (সা'আদাতুত দারাঈন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

দীদার কি ভীক কব বাটে গী?
মাংতাহে উম্মিদ ওয়ার আক্বা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) মিথ্যুক চোর

এক ব্যক্তি আপন চাচার ছেলের **(Cousin)** সম্পদ চুরি করল, মালিক চোরকে হেরম শরীফে ধরে ফেলল এবং বলল: এগুলো আমার সম্পদ। চোর বলল: তুমি মিথ্যা বলছ। ঐ ব্যক্তি বলল: এমন (মিথ্যা কথা) হলে কসম করে দেখাও। এটা শুনে ঐ চোর (কা'বা শরীফের সামনে) "মকামে ইব্রাহিম" এর পাশে দাঁড়িয়ে কসম করল, এটা দেখে সম্পদের মালিক "রুকনে ইয়ামেনী" ও মকামে ইব্রাহিম এর মধ্যখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করার জন্য হাত উঠালেন, এখনও সে দোয়া করছিল, চোর পাগল হয়ে গেল এবং

মক্কা শরীফে এভাবে চিৎকার করতে লাগল: আমার কি হয়ে গেল! ও সম্পদের কি হয়ে গেল!! এবং সম্পদের মালিকের কি হয়ে গেল!! এই সংবাদ **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাদাজান হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নিকট পৌঁছাল। তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাশরীফ আনলেন এবং ঐ সম্পদ একত্রিত করে যার (সম্পদ) ছিল, ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন আর সে তা নিয়ে চলে গেল। অতঃপর সে চোর পাগলের মত (দৌড়াতে এবং) চিৎকার করতে থাকত শেষ পর্যন্ত একটি পাহাড় থেকে নিচে পতিত হয়ে মারা গেল। আর জঙ্গলের জীব-জন্তু তাকে খেয়ে ফেলল।

(আখবারু মক্কাতা লিল আযরীকী, ২য় খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা, থেকে সংক্ষেপিত)

চোরকে দুইটি সাপ নখে আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে খাবে

প্রিয় মাদানী মুন্নাও মুন্নীরা! কখনো মিথ্যা বলবনা, কখনো মিথ্যা কসম করবনা এবং কারো কোন জিনিস কখনো চুরি করবনা। কেননা এতে দুনিয়াতেও ধ্বংস রয়েছে এবং পরকালেও ধ্বংস রয়েছে। হযরত মাসরূক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; যে ব্যক্তি চুরি বা মদ্যপায়ীতে লিপ্ত অবস্থায় মারা যায় তার জন্য কবরে দুইটি সাপ নিযুক্ত করে দেয়া হয়, যেগুলো তার মাংস নখে আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে খেতে থাকে। **(শরহুস সুদুর, ১৭২ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপিত)**

২ বাঁকা লাঠি বিশিষ্ট মিথ্যুক চোর

(২) বাঁকা লাঠি বিশিষ্ট মিথ্যুক চোর

আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি জাহান্নামে এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যে নিজের বাঁকা লাঠির[১] মাধ্যমে হাজীদের জিনিষ-পত্র চুরি করত, যখন লোকেরা তাকে চুরি করতে দেখত তখন (সে) বলত: 'আমি চোর নই, এই জিনিষ-পত্র আমার বাঁকা লাঠিতে আটকে গিয়েছিল।'

---

[১] হাদীসে পাকে এ শব্দ "مِحْجَن" রয়েছে এটির অর্থ: এমন লাঠি যার কিনারায় লোহা লাগানো আছে আর সেটা হকিস্টিকের মত মোড়ানো থাকে।

সে আগুনে নিজের বাঁকা লাঠিতে হেলান দিয়ে এটা বলছিল: 'আমি বাঁকা লাঠি বিশিষ্ট চোর'।"

(জমযুল জাওয়ামি লিস সুয়ুতী, ৩য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭০৭৬)

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মুন্নীরা! اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমরা কখনো মিথ্যা বলবনা ও কখনো চুরি করব না।

সবাই মিলে শ্লোগান দাও :-

মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা!

মিথ্যা বলবনা বলাবোনা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৩
মিথ্যাবাদীদের সন্তান
শুয়োর হয়ে গেল

(৩) মিথ্যাবাদীদের সন্তান শুয়োর হয়ে গেল

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট অনেক বাচ্চা একত্রিত হত, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তাদেরকে বলে দিত: তোমাদের ঘরে অমুক জিনিস রান্না করা হয়েছে, তোমাদের ঘরের অধিবাসীরা অমুক অমুক জিনিস খেয়েছে, অমুক জিনিস তোমাদের জন্য আলাদা করে রেখেছে। বাচ্চারা ঘরে গিয়ে কান্না করত এবং ঘরের অধিবাসীদের থেকে সে জিনিস চাইত। ঘরের অধিবাসীরা এ জিনিস দিত এবং তাদেরকে বলত তোমাদেরকে কে বলেছে? বাচ্চারা বলত: (হযরত) ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام)।

তখন লোকেরা নিজেদের সন্তানদেরকে তাঁর (عَلَيْهِ السَّلَام) নিকট আসতে বাধা দিত, আর বলত তিনি যাদুকর (مَعَاذَ الله) **আল্লাহ্**র পানাহ! তার নিকট বসিওনা এবং একটি ঘরের মধ্যে সকল বাচ্চাকে একত্রিত করল। হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام বাচ্চাদেরকে সন্ধান করার জন্য গেলেন তখন লোকেরা বলল: তারা এখানে নেই। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: তাহলে এই ঘরের মধ্যে কে আছে। লোকেরা (মিথ্যা) বলল: এরা তো (বাচ্চা নয়) শুয়োর। (তিনি) বললেন: এমনই হবে। আর যখন দরজা খুলল তখন সবগুলো শুয়োরই ছিল। (তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, ১১৫ পৃষ্ঠা। তাফসীরে তাবারী, ৩য় খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপিত)

মিথ্যুক দোযখের মধ্যে কুকুরের আকৃতিতে ...

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** অদৃশ্য ও গোপন বিষয়াবলী সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, তিনি যাকে চান তাকে অদৃশ্য ও গোপন বিষয়াবলীর জ্ঞান দান করেন। তাই তো হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ঘরে লুকায়িত বস্তু সম্পর্কে বাচ্চাদেরকে সংবাদ দিতেন। এই ঘটনা থেকে আমরাও এ শিক্ষা পেলাম যে, মিথ্যা খুবই খারাপ জিনিস। লোকেরা মিথ্যা বলল তখন ঘরে লুকায়িত তাদের বাচ্চারা শুয়োরে পরিনত হল।

হযরত হাতেম আসাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমাদের নিকট এ কথা পৌঁছছে, "মিথ্যুক" দোযখে কুকুরের আকৃতিতে পরিবর্তন হয়ে যাবে। "হিংসুক" জাহান্নামে শুয়োরের আকৃতিতে এবং "গীবতকারী" জাহান্নামে বানরের আকৃতিতে পরিবর্তন হয়ে যাবে।

(তাম্বীহুল মুগতাররীন, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

মিথ্যার বিরুদ্ধে শ্লোগান দাও :-

মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা!

মিথ্যা বলবনা বলাবোনা اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ!

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

৪

মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারীর পরিনতি

(৪) মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারীর পরিনতি

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে এক ব্যক্তি বলল: "আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার হাতে পানিভর্তি একটি কাঁচের পেয়ালা রয়েছে, সে পেয়ালা তো ভেঙ্গে গেছে কিন্তু পানি যা ছিল তাই বিদ্যমান আছে।" এটা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা** কে ভয় কর, (আর মিথ্যা বলিওনা) কেননা তুমি এধরনের কোন স্বপ্ন দেখনি। সে ব্যক্তি বলতে লাগল: سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি একটি স্বপ্ন শুনাচ্ছি আর আপনি বলছেন: তুমি কোন স্বপ্ন দেখনি! তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: নিঃসন্দেহে এটা মিথ্যা আর আমি এই মিথ্যার পরিনামের যিম্মাদার নই।

“যদি তুমি বাস্তবিকই এই স্বপ্ন দেখে থাক তবে তোমার স্ত্রী একটি বাচ্চা প্রসব করবে তারপর মারা যাবে এবং বাচ্চাটি জীবিত থাকবে।” এরপর সে ব্যক্তি যখন তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাছ থেকে চলে গেল এবং পিছন থেকে বলতে লাগল: **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! আমি তো এধরণের কোন স্বপ্নই দেখিনি। এটা শুনে কেউ বলল: কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তো স্বপ্নের তাবীর (ব্যাখ্যা) বর্ণনা করে দিলেন। এই ঘটনা বর্ণনাকারী বুযুর্গ হযরত হিশাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এ ঘটনার বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি, মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারী মিথ্যুক ব্যক্তির একটি বাচ্চার জন্ম হল কিন্তু তার স্ত্রী মারা গেল এবং বাচ্চা জীবিত রইল।

(তারিখে দামেশক, ৫৩তম খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)

৫ মিথ্যুকের চোয়াল আলাদা করা হচ্ছিল

(৫) মিথ্যুকের চোয়াল আলাদা করা হচ্ছিল

প্রিয় মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীরা! মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা গুনাহ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। মৃত্যুর পর মিথ্যুকের খুবই মারাত্মক শাস্তি হবে। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "স্বপ্নে এক ব্যক্তি আমার নিকট আসল এবং বলল: চলুন! আমি তার সাথে চললাম, আমি দুইজন ব্যক্তি দেখলাম, তাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে এবং অন্যজন বসা ছিল। দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির হাতে লোহার দন্ড ছিল (যেটার এক পার্শ্বের মাথা বাঁকা হয়ে থাকে)।

যেটাকে সে বসা ব্যক্তির এক চোয়ালে ঢুকিয়ে দিয়ে সেটা মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত আলাদা করে দিত, অতঃপর লোহার দন্ড বের করে অপর চোয়ালে ঢুকিয়ে আলাদা করত, এরই মধ্যে প্রথমোক্ত চোয়াল নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসত। আমি নিয়ে আসা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম: "এটা কি?" সে বলল: সে মিথ্যাবাদী ব্যক্তি তাকে কিয়ামত পর্যন্ত কবরে এই শাস্তি দেয়া হবে।"

(মুসাভিল আখলাক লিল খারায়িতী, ৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩১)

মিথ্যার বিরুদ্ধে শ্লোগান দাও :-

মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা!

মিথ্যা বলবনা বলাবোনা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৬
সত্যবাদী রাখাল

(৬) সত্যবাদী রাখাল

হযরত নাফে رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজের কতিপয় সঙ্গীদের সাথে এক সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে একটি স্থানে থামলেন এবং খাওয়ার জন্য দস্তরখানা বিছানো হল। এরই মধ্যে একজন রাখাল সেখানে আসল তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আসুন দস্তরখানা থেকে কিছু নিয়ে নিন। (সে) আরয করল: আমি রোযাদার। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: তুমি কি প্রচন্ড গরমের দিনেও (নফল) রোযা রেখেছ অথচ তুমি এই পাহাড় সমূহে ছাগল থাক। সে বলল: **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ!

আমি এটা এজন্যে করছি যাতে জীবনের অতিবাহিত হয়ে যাওয়া দিনের ক্ষতি পূরণ আদায় করতে পারি। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তার পরহেযগারীর পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন: তুমি কি তোমার ছাগলগুলোর মধ্য থেকে একটি ছাগল আমার কাছে বিক্রি করবে? এর মূল্য ও মাংস তোমাকে দিব যাতে তুমি এর দ্বারা রোযার ইফতার করতে পার। সে উত্তর দিল: এই ছাগলগুলো আমার নয়, আমার মালিকের। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পরীক্ষা করার জন্য বললেন: মালিককে বলে দিবে যে নেকড়ে বাঘ **(WOLF)** এর মধ্য থেকে একটি নিয়ে গেছে। গোলাম বলল: তাহলে **আল্লাহ্ তাআলা** কোথায়? (অর্থাৎ- **আল্লাহ্** তো দেখতেছেন, তিনি তো প্রকৃত খবর জানেন এবং

এর জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন) যখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মদীনায় পুনরায় তাশরীফ আনলেন তখন তার মালিক থেকে গোলাম ও সব ছাগল ক্রয় করে নিলেন। অতঃপর রাখালকে মুক্ত করে দিলেন এবং ছাগলগুলোও তাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিলেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ৪র্থ খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫২৯১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! সত্য বলার দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে সম্মান পাওয়া যায়। সর্বদা সত্য বল, কখনো মিথ্যা বলিওনা।

মিথ্যার বিরুদ্ধে শ্লোগান দাও :-

মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা!

মিথ্যা বলবনা বলাবোনা اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

৭

সত্য বলার কারণে প্রাণ বেঁচে গেল

(৭) সত্য বলার কারণে প্রাণ বেঁচে গেল

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একদিন কিছু বন্দীদেরকে হত্যা করাচ্ছিল। একজন বন্দী দাঁড়িয়ে বলতে লাগল: হে আমীর! তোমার উপর আমার একটি হক রয়েছে। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করল: সেটা কি? (তখন সে) বলতে লাগল: একদিন অমুক ব্যক্তি তোমাকে ভাল মন্দ বলছিল তখন আমি তোমার (পক্ষ হয়ে) প্রতিরোধ করেছিলাম। হাজ্জাজ বলল: এর স্বাক্ষী কে? ঐ ব্যক্তি বলল: আমি **আল্লাহ্ তাআলার** ওয়াসেতা দিয়ে বলছি, সেই কথোপকথন শুনে ছিল সে (যেন) স্বাক্ষী দেয়। অন্য একজন বন্দী দাঁড়িয়ে বলল: হ্যাঁ! এ ঘটনা আমার সামনে ঘটেছিল। হাজ্জাজ বলল: প্রথম বন্দীকে মুক্ত করে দাও। অতঃপর স্বাক্ষী দাতা থেকে জিজ্ঞাসা করল:

তোমার কিসের বাধা ছিল যে তুমি এই বন্দীর মত আমার (পক্ষ হয়ে) প্রতিরোধ করনাই কেন? ঐ ব্যক্তি সত্য কথা বলল: বাধা এটাই ছিল যে, আমার অন্তরে তোমার প্রতি পুরানো শত্রুতা ছিল। হাজ্জাজ বলল: তাকেও মুক্ত করে দাও কেননা সে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সত্য বলেছে।

(ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান লি ইবনে খালকান, ১ম খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা)

সত্যবাদী সর্বদা সফল হয়ে থাকে, কেননা সত্যবাদীর জন্য কোন ভয় নেই।

মিথ্যার বিরুদ্ধে শ্লোগান দাও :-

মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা!

মিথ্যা বলবনা বলাবোনা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বাচ্চাদের মিথ্যা কথার ২৪টি উদাহরণ

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "মিথ্যা (কথার) মধ্যে কোন কল্যান নেই।"

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২য় খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯০৯)

"মিথ্যার অর্থ হচ্ছে: "সত্যের বিপরীত।"

বাচ্চাদের মিথ্যা কথার ২৪টি উদাহরণ

সৎ সন্তান সর্বদা সত্য কথা বলে: অসৎ সন্তান বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা কথা বলে থাকে। অসৎ সন্তানের মিথ্যা কথা বলার ২৪টি উদাহরণ পেশ করা হল :-

(১) সে গালিও দিলনা, প্রহারও করলনা তারপরও বলল: সে আমাকে গালি দিল।

(২) সে আমাকে মেরছে করল। (৩) আমি তো তাকে কিছুই বলিনি (অথচ বলেছে)। (৪) সে আমার খেলনা ভেঙ্গে দিল (অথচ সে ভাঙ্গেনি)। (৫) ক্ষুধা লাগা সত্ত্বেও নিজের পছন্দনীয় জিনিস না পাওয়ার কারণে বলল: 'আমার ক্ষুধা নেই।' (৬) দুধ পান করতে ইচ্ছা করছেনা এজন্য ওয়াশ রুম প্রভৃতিতে ফেলে গ্লাস দেখিয়ে বলল: 'আমি দুধ পান করে নিয়েছি।' (৭) না করা সত্ত্বেও বলল: আমি হোম ওয়ার্ক বা সবক মুখস্থ করে নিয়েছি। (৮) ছোট ভাই ও অন্যান্যের লেখা মুছার রাবার **(ERASER)** (নিজের হাতের) মুঠোয় নিয়ে বলল: এটা আমার রাবার **(ERASER)**। (৯) মনে থাকা সত্ত্বেও বলল: আমি তো বিছানায় প্রস্রাব করিনি।

(১০) ঘুমেরে মধ্যে (বিছানায়) প্রস্রাব করে দেওয়া বাচ্চাকে যদি ঘুমানোর পূর্বে প্রস্রাব করে নেওয়ার জন্য বলা হয় তখন প্রস্রাব না করে তারপরও বলে: আমি প্রস্রাব করে নিয়েছি। (১১) আমি ফ্রিজ থেকে (কোন) জিনিস খাইনি (অথচ খেয়ে ছিল)। (১২) সেই আমাকে ধাক্কা দিয়েছে (অথচ নিজেই হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছে)। (১৩) প্রস্রাবের বেগ না আসা বা সামান্য প্রস্রাবের বেগ আসা সত্ত্বেও শ্রেণী কক্ষে ক্বারী সাহেব বা শিক্ষকে বলা: আমার প্রস্রাবের বেগ বেশি এসেছে ওয়াশ রুম যাওয়ার অনুমতি দিন। (১৪) নিজে শোরগোল করা সত্ত্বেও বলা: আমি তো শোরগোল করি নাই। (১৫) গতকাল জ্বরের কারণে হোম ওয়ার্ক করতে পারিনি (অথচ জ্বর ছিলনা)।

(১৬) আমি আমার পেন্সিল ভুলে স্কুল ভ্যান বা ঘরে রেখে এসেছি (অথচ সে জানে স্কুল বা দারুল মদীনায় হারিয়ে গেছে)। (১৭) রাতে বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল এজন্য সবক বা পড়া মুখস্থ করতে পারিনি (অথচ মুখস্থ না করার কারণ ছিল অলসতা বা খেলাধূলা অথবা অন্য কিছু)। (১৮) অমুক অমুক বাচ্চা দুষ্টামী করেছে আমি তো বড় আরামের সাথে বসা ছিলাম (অথচ নিজেই দুষ্টামীতে লিপ্ত ছিল)। (১৯) সে আমার পেন্সিল ভেঙ্গে দিয়েছে (অথচ নিজের হাতেই ভেঙ্গেছে)। (২০) সে মিথ্যা বলতেছে (অথচ তার জানা আছে যে, সে বাচ্চা সত্যবাদী)। (২১) আমার পকেট থেকে টাকা-পয়সা কোথায় পড়ে গেছে অথবা (এটা) বলা: কোন বাচ্চা আমার টাকা-পয়সা চুরি করেছে,

(অথচ টাকা-পয়সা দিয়ে জিনিস কিনে মজা করে খেয়ে নিয়েছে)। (২২) নিজের কালি **(INK)** দ্বারা কাপড় নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু ধমক দেওয়ার পর বলল: একটি বাচ্চা আমার কাপড়ের মধ্যে কালি ফেলে দিয়েছিল। (২৩) ব্যথা না হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষককে বলল: আমার পেটে ব্যথা হচ্ছে আমাকে ছুটি দিয়ে দিন। (২৪) সামান্য কাশি বা সামান্য জ্বর হওয়া সত্ত্বেও মা অথবা বাবার সহানুভূতি পাওয়ার জন্য তাদের সামনে ইচ্ছাকৃত ভাবে জোরে জোরে কাশি দেয়া বা তাদের সামনে এজন্য হায়! হায়! করা .....আহ .....উহ্ শব্দ বের করা যাতে এরা বুঝতে পারে শরীর অনেক খারাপ (এটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিথ্যা, ছোট বড় সবাই এধরণের মিথ্যা থেকে বিরত থাকুন)।

ছোট-বড় সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

ছোট-বড় সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

* **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: “**আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। তিনি পরিছন্ন, পরিছন্নতাকে পছন্দ করে।”

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮০৮)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের টীকায় লিখেন: বাহ্যিক পবিত্রতাকে “তাহারাত” ও অভ্যন্তরীন পবিত্রতাকে “তীব” বলা হয়। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন উভয় পবিত্রতাকে নাযাফত বা পরিচ্ছন্নতা বলা হয়।

অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** বান্দার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন পবিত্রকাতে পছন্দ করেন। বান্দার উচিত যেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে পবিত্র থাকে। শরীর, নফস, রূহ, পোষাক, চরিত্র অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুকে পবিত্র রাখা (এবং) পরিস্কার রাখা। কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, সর্বাবস্থায়, আকিদা সবই বিশুদ্ধ রাখা। **আল্লাহ্ তাআলা** এমন "নাযাফত" নসীব করুক।[১] * দাঁতে নখ না কাটা কেননা (তা) মাকরূহে তানযীহি এবং এর দ্বারা শ্বেত (অর্থাৎ শরীরে সাদা দাগ) রোগের আশংকা রয়েছে।[২]

---

[১] (মিরআতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা)

[২] (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

* গোসলখানা বা বেসিন ইত্যাদি পানির মধ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন ভাবে সাবান রাখা যাতে গলে নষ্ট হয়ে যায়, এটা অপচয় হারাম এবং গুনাহ।
* ইস্তিন্জাখানায় যা কিছু নির্গত হয় তা ধূয়ে দিন। প্রস্রাব করার পর যদি প্রত্যেক ব্যক্তি এক বদনা এবং পায়খানা করে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি ঢেলে দেয় তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুর্গন্ধ ও জীবাণুর পরিমাণ কমে যাবে, যেখানে এক-আধ বদনা পানি যথেষ্ট হবে সেখানে সম্পূর্ণ ফ্লাশ ট্যাংকের পানি প্রবাহিত করবেন না। কেননা, সেটাতে কয়েক বদনা পানি রয়েছে।
* যেখানে ইসতিনজায় যাওয়ার জন্য ইংলিশ কমোড **(COMMODE)** (চেয়ারের মত ইস্তন্জা) রয়েছে সেখানে পাশেই একটি ছোট তোয়ালে

ঝুলিয়ে দিন বা কমোডের ফ্লাশে রেখে দিন। প্রত্যেকের উচিত তা ব্রবহার করার পর সে তোয়ালে দিয়ে কমোডের আশ-পাশ ভাল ভাবে মুছে দেওয়া, এতে অন্যান্যদের (জন্য) কমোড ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। * ইস্তিন্জাখানার দরজা দেওয়ালের মধ্যে কিছু লিখবেন না। যদি আগে থেকে কিছু লিখা থাকে তাও পড়বেন না। * হাত-মুখ ধৌত করার সময় বাসন, কাপড়, গাড়ি, ইস্তিন্জা, অযু এবং গোসল ইত্যাদিতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পানি ব্যয় করবেন না। * অন্য কারো সামনে লজ্জাস্থানে হাতে সম্পর্শ করা, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা,

বার বার নাক স্পর্শ করা অথবা নাক বা কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়া, থুথু নিক্ষেপ করা ভাল অভ্যাস নয়, এতে অন্যদের নিকট ঘৃনা সৃষ্টি হয়। ✻ বাইরে ব্যবহৃত জুতা পরিধান করে ইস্তিন্জাখানায় যাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত কেননা এর দ্বারা ফ্লোর নোংরা হয়ে যায়। ✻ ঘরের ইস্তিন্জাখানার জন্য দুই জোড়া সেন্ডেল (এক জোড়া পুরুষের অন্য জোড়া মহিলার) নির্দিষ্ট করে নিন। **মাসআলা:** মহিলার জন্য পুরুষের আর পুরুষের জন্য মহিলার সেন্ডেল বা জুতা ব্যবহার করা গুনাহ। ✻ খাবার আহার করার সময় পর্দাহীনতা থেকে বেঁচে কাপড় এভাবে গুটিয়ে নিন যাতে এর উপর তরকারী ইত্যাদি না পড়ে।

✻ কতিপয় বাচ্চার বৃদ্ধাঙ্গুল চুষার অভ্যাস থাকে এটা কোন ভাল কথা নয়। কেননা এভাবে আঙ্গুল ও নখের ময়লা বাচ্চার পেটে গিয়ে অসুখের কারণ হতে পারে। ✻ হাতে তেল বা চর্বি থাকাবস্থায় দেওয়াল বা পর্দা কিংবা বিছানার চাদরে হাত ঘর্ষনও করবেন না, মুছবেনও না। (অন্যথায়) এসব বস্তুও ময়লা হয়ে যাবে। ✻ অপ্রয়োজনে জামার বাহু দিয়ে ঘাম পরিস্কার করবেন না এতে বাহু ময়লাযুক্ত হয়ে যায় এবং দর্শকদের উপর ভাল প্রভাব পড়েনা। ✻ নিজের চিরুনী, দস্তরখানা ইত্যাদি সপ্তাহে একবার ভাল ভাবে ধৌত করে নেয়া উচিত যাতে সেগুলোর ময়লা পরিস্কার হয়ে যায়। ✻ যখনই মাথায় তেল দিবেন তখন "সারবান্দ শরীফের" সুন্নাতের উপর আমল করুন।

এর একটি উপকারীতা এটাও হবে যে, টুপি ও ইমামা যথেষ্ট পরিমাণ তেলের ময়লা থেকে বেঁচে থাকবে। ✻ কিছু ইসলামী ভাই দাঁড়ির পশম বারংবার মুখে ঢুকিয়ে দিতে থাকে এতে (দাঁড়ির) পশম মধ্যে দূর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে। এরকম করার দ্বারা চুলে বিদ্যমান জীবাণু পেটে যেতে পারে। ✻ (কথা) বলার সময় থুথু বের হওয়াতে এবং খাদ্য কণা লেগে থাকার কারণে নিচের ঠোটের পশম দূগন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে অতএব দাঁড়িকে সম্মান করার নিয়্যতে প্রতিদিন এক-আধ বার সাবান দিয়ে দাঁড়ি ধৌত করে নেওয়া উপকারী। ✻ অপারগতা ছাড়া জামার আস্তিন দ্বারা নাক পরিস্কার করা থেকে বিরত থাকুন, এ কাজের জন্য রুমাল ব্যবহার করুন।

✻ আহারের পর থালাকে ভাল ভাবে পরিস্কার করে নেয়া উচিত এবং থালা বা প্লেটের আশ-পাশের পতিত দানা ইত্যাদি তুলে পরিস্কার করে খেয়ে নেয়া উচিত। হযরত জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আঙ্গুল ও বরতন ছেটে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের জানা নেই খাবারের কোন্ অংশে বরকত রয়েছে।" (মুসলিম, ১১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৩৩) ✻ যখনই খাবার বা কোন খাদ্য-দ্রব্য আহার করবেন (তখন) খিলাল করার অভ্যাস গড়ে তুলুন আহারের পর নখ দিয়ে খিলাল করা উচিত নয়। খিলাল নিম গাছের শলার হওয়া উত্তম, যাতে এর তিক্ততা দ্বারা মুখ পরিস্কার হয়ে এবং এটা মাড়ির জন্যও উপকারী।

বাজারের থুত পিক **(TOOTH PICKS)** সাধারণ মোটা ও নরম হয়। নারিকেলের শলার অব্যবহৃত ঝাড়ুর একটি শলা বা খেজুরের চাটাইয়ের একটি টুকরা থেকে ব্লেডের মাধ্যমে কয়েকটি শক্ত খিলাল তৈরী হতে পারে। অনেক সময় মুখের কোণার দাঁতে ফাঁক হয়ে থাকে এবং তাতে মাংসের টুকরা ইত্যাদির আঁশ আটকে যায়। যা শলা ইত্যাদি দিয়ে বের হয়না। এ ধরণের আঁশ বের করার জন্য মেডিকেল ষ্টোরে বিশেষ ধরণের সুতা **(Flossers)** পাওয়া যায়, অনুরূপ ভাবে অপারেশনের সরঞ্জামের দোকানে দাঁত খিলাল করা স্টিরের যন্ত্রও **(Curved Sickle Scakr)** পাওয়া যায় কিন্তু এ জিনিসের ব্যবহার পদ্ধতি শিখা অত্যন্ত জরুরী অন্যথায় মাড়ি ক্ষত হতে পারে।

মিথ্যুক চোর

৩৭

* অনেকের জায়গায় জায়গায় থুথু ফেলার অভ্যাস থাকে যা অন্যের নিকট অপছন্দনীয় হয়ে থাকে এবং রাস্তায় হাঁটার সময় অনুরূপ কোণায়, টুকরীতে পানের পিক ফেলা তো খুবই খারাপ অভ্যাস।

বাবা সুট পরিধান করাবেন না

নিজের বাচ্চাদেরকে এমন বাবা সুট পরিধান করাবেন না যেগুলোর উপর মানুষ বা পশুর ছবি বিদ্যমান থাকে

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২২ই মুহার্‌রমুল হারাম, ১৪৩৬ হিঃ
16-11-2014

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
তাফসিরে তাবারি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	মিরআতুল মানাজিহ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
তাফসিরে খাযায়িনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি	আরমগিরী	দারুল ফিকর, বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকর, বৈরুত	ওযাফিয়াতুল আয়ান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মুয়াত্তা ইমাম মালিক	দারুল মারিফাত, বৈরুত	তারিখে দামেশ্‌খ	দারুল ফিকর, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আখবারে মক্কা	দারে খিযির, বৈরুত
মুসাবিল আখলাক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	তানবিহুল মুগতাররিন	দারুল মারিফাত, বৈরুত
জমউল জাওয়ামি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	শহুস সুদুর	মারকাযে আহলে সুন্নাত বারাকাত রযা ফাউন্ডেশন
আশআতুল লুমআত	কোয়েটা	সাআদাতুদ দারাইন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

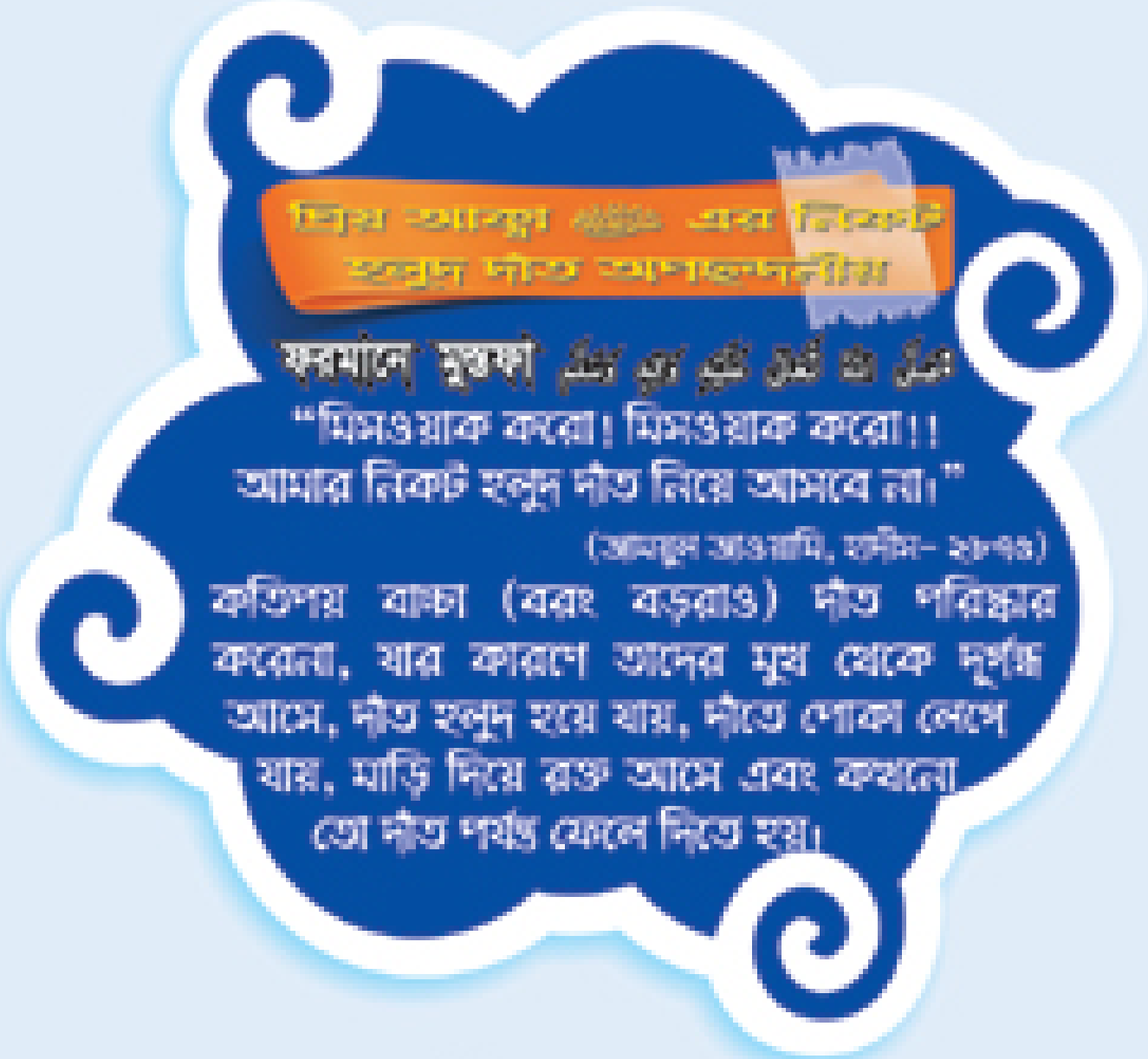

প্রিয় আক্বা ﷺ এর নিকট হলুদ দাঁত অপছন্দনীয়

ফরমানে মুস্তফা صلى الله تعالى عليه واله وسلم

"মিসওয়াক করো! মিসওয়াক করো!! আমার নিকট হলুদ দাঁত নিয়ে আসবে না।"

(জমউল জাওয়ামি, হাদীস- ২১৭৭)

কতিপয় বাচ্চা (বরং বড়রাও) দাঁত পরিষ্কার করেনা, যার কারণে তাদের মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে, দাঁত হলুদ হয়ে যায়, দাঁতে পোকা লেগে যায়, মাড়ি দিয়ে রক্ত আসে এবং কখনো তো দাঁত পর্যন্ত ফেলে দিতে হয়।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: [illegible]

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: [illegible]

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিজামপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: [illegible]

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net